রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৩, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর, ২০১১/৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩শে নভেম্বর, ২০১১(৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৮) তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে ঃ—

বা.জা.স. বিল নং ২২/২০১১

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন**।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১) এর "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" সংজ্ঞার "বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্টগার্ড বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং কোস্টগার্ড বাহিনী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৩। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ৩ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৩ক। **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তিকরণ, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩(১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে বিভক্ত হইবে।

(২) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সম্পদ, অধিকার, ঋণ, দায় ও দায়িত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংক স্থিতি, সংরক্ষিত সঞ্চিত তহবিল, বিনিয়োগ এবং অন্য সকল অধিকার এবং এইরূপ সম্পত্তিতে অথবা উহা হইতে উদ্ভূত বা অর্জিত অন্যান্য সকল স্বার্থ ও অধিকার এবং সকল বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্য সকল দলিল-দস্তাবেজ সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি আদেশ দ্বারা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ক্ষেত্রমত, হস্তান্তর, ন্যস্ত, স্থানান্তর বা বদলীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল প্রবিধান, উপ-আইন, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নোটিশ বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন অন্যান্য দলিল এবং প্রযোজ্য সকল বিধি, ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত সকল লাইসেন্স, অনুমতি, আরোপিত কর, ইত্যাদি ক্ষেত্রমত, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত, মঞ্জুরীকৃত বা আরোপিত বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) এই আইনের অধীন কোন নূতন সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হইলে অথবা কোন সিটি কর্পোরেশন বিভক্ত করা হইলে, সরকার, সিটি কর্পোরেশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়ুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৫। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ৪৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১৫) এর দফা (অ) এর "ঢাকা সিটি কর্পোরেশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর ধারা ১০৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০৮ এর—

(ক) উপান্তটিকার "বাতিল" শব্দের পর ", বিলুপ্ত" কমা ও শব্দ সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধরা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করা হইলে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত সিটি কর্পোরেশন এর গঠন বিলুপ্ত হইবে এবং উহার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ তাহাদের পদে আর বহাল থাকিবেন না।"।

৭। **২০০৯ সনের ৬০ নং আইন এর প্রথম তফসিল এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের প্রথম তফসিল এর "ঢাকা সিটি কর্পোরেশনঃ" ও এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১, ২,৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪ এবং ৫৫।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ঃ

নিম্নবর্ণিত এলাকাসমূহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ এবং ৯২।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা এক কোটির উপরে। আয়তন প্রায় ১৫০ বর্গকিলোমিটার। এই বৃহৎ মহানগরীর বিপুল জনসংখ্যার কাছে একটি কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন। ফলে জনসাধারণ কাঙ্খিত নাগরিক সেবা পাচ্ছেন না। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত, সংরক্ষণ, ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ড্রেনেজ, জলাবদ্ধতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান কার্যক্রম আশানুরূপ নয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৯২টি এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৩১টি নিয়ে মোট কাউন্সিলর সংখ্যা ১২৩ জন। নাগরিক সেবা কার্যক্রম আরো সুদৃঢ় ও যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দুটি সিটি কর্পোরেশনে বিভক্ত করা আবশ্যক। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত করে যথাঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে পৃথক ২টি সিটি কর্পোরেশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

২। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হলে নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের কাছে দ্রুত সেবা পৌছানো, পরিকল্পনা গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজতর হবে। গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে “স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১”-এর নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয় এবং ৩১ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইনটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

৩। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে “স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) আইন, ২০১১” প্রণয়ন সমীচীন।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd